দৈনিক জনকণ্ঠ

APR. 1 1 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

বেশির ভাগ শেফ ও ছাত্র ভিসার আবেদনই ভুয়া ॥ ব্রিটিশ হাইকমিশনার

সৈয়দ নাহাস পাশা, লন্ডন থেকে ॥ বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার ড. ডেভিড কার্টার বলেছেন, ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশনে ভুয়া শেফ এবং ভুয়া ছাত্রছাত্রীদের বিপুল সংখ্যায় আবেদনের কারণে প্রকৃত আবেদনকারীদের ভিসা পেতে বিলম্ব হচ্ছে। তিনি বলেন, গত বছর আমরা বাংলাদেশ থেকে ব্রিটেনে লেখাপড়ার জন্য আসতে চায় এমন ছাত্রছাত্রীদের বিপুলসংখ্যক আবেদন পেয়েছি। কিন্তু এর বেশিরভাগই ভুয়া। একই অবস্থা শেফদের ক্ষেত্রেও। গত সোমবার সকালে লন্ডনে স্থানীয় বাংলা সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

ব্রিটিশ হাইকমিশনার বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভিসা প্রদানের নিয়ম-কানুনে কড়াকড়ি আরোপের ফলে বিপুলসংখ্যক মানুষ সহজে ব্রিটেনে প্রবেশ করতে পারবেন বলে ভিসার আবেদন করেন। এজন্য প্রকৃত আবেদনকারীদের ভিসা পাওয়া বিলম্বিত হয়। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে হাইকমিশনের অফিসাররা উল্লিখিত রেস্টুরেন্ট এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে কি-না তা যাচাই করতেই অনেক সময় ব্যয় করেন। তিনি বলেন, শেফের আবেদন পরীক্ষার পরে দেখা যায়, দেশের অনেক রেস্টুরেন্টই ভুয়া এবং ছাত্রছাত্রীরাও আসল শিক্ষার্থী নয়। তিনি বলেন, একটি আবেদনকে আবেদনকারীর স্ট্যাটাস ও কাগজপত্র অনুযায়ীই বিবেচনা করা হয়, স্পন্সরের ডকুমেন্ট অনুযায়ী নয়। হাইকমিশনার ডেভিড কার্টার বলেন, আসল ছাত্রছাত্রীরা ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাহায্য গ্রহণ করতে পারে। তিনি বলেন, ব্রিটিশ কাউন্সিল, হাইকমিশনের সঙ্গে মিলে একটি ফাস্টট্র্যাক স্টুডেন্ট এ্যাপলিকেশন সিস্টেম পরিচালনা করে। তারা যথাযথ কোর্স এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সুপরামর্শ দিতে পারে। তিনি বলেন, আমরা ব্রিটেনে আসল ছাত্রছাত্রীদের আনন্দের সঙ্গে ভিসা প্রদান করতে চাই। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ব্রিটিশ সরকার ছাত্রদের এখানে সীমিতভাবে, কাজ করারও সুযোগ করে দিয়েছে। ডেভিড কার্টার বলেন, এসব কারণেই বাংলাদেশ থেকে ছাত্র এবং শেফ এই দু'শ্রেণীর ভিসা প্রদানের সংখ্যাই খুব কম।

ব্রিটিশ সরকার বাংলাদেশে কোন ক্যাটারিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করবে কি-না এমন একটি প্রশ্নের জবাবে হাইকমিশনার বলেন, সরকারের এ ধরনের কোন পরিকল্পনা নেই।

বাংলাদেশে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টিতে ব্রিটিশ হাইকমিশন কোন ভূমিকা রাখবে কি না এই প্রশ্নের জবাবে ডেভিড কার্টার বলেন, হাইকমিশন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চায় না। তিনি বলেন, নির্বাচনের পরে আমেরিকা, কানাডা এবং ইইউর রাষ্ট্রদূতদের নিয়ে দু'টি দলের মধ্যে সমঝোতা আনার চেষ্টা করা হয়। বিরোধী দলকে সংসদে নিয়ে আসার জন্য আলোচনা করা হয়। আমরা সমাধানের খুব কাছাকাছি এসেও গিয়েছিলাম। তিনি বলেন, আমরা এখনও আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। ব্রিটেনে আসার আগে আমি বিরোধীদলীয় নেত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার পরে প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাত করব। তিনি বলেন, সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সমঝোতার বর্তমান পরিস্থিতি খুবই শীতল। তবে রাজনৈতিক দলগুলো সদিচ্ছা নিয়ে এলে সমাধান হতে পারে। আমরাও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।